বীজের
পূর্বে মাটির প্রস্তুতি

শ্রদ্ধাই সেই বীজ রোপণ করে, যা অন্য কিছু পারে না।

দাজি

৯৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে
পূজ্য শ্রী চারিজী মহারাজের
২৪ জুলাই, ২০২৬

বীজের পূর্বে মাটির প্রস্তুতি

শ্রদ্ধাই সেই বীজ রোপণ করে, যা অন্য কিছু পারে না।

প্রিয় বন্ধুগণ,

একবার কল্পনা করুন দু’জন মানুষ একই ধ্যানকক্ষে বসে আছেন, তাঁরা একই সময়ে চোখ বন্ধ করলেন, একই প্রাণাহুতি গ্রহণ করলেন এবং একই কথাগুলি শুনলেন। ধ্যান শেষ হলে তাঁদের একজন উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর অন্তরে যেন নীরবে, অথচ চিরস্থায়ীভাবে, কিছু একটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, যেন বহুদিন ধরে দিকভ্রষ্ট একটি কম্পাসের কাঁটা জীবনে প্রথমবারের মতো উত্তর দিকের সন্ধান পেল। অন্যজনও উঠে দাঁড়ালেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন, “অন্যরা এমন কী অনুভব করল?” প্রাণাহুতি, নীরবতা ও কথাগুলি একই ছিল, তবু ফল এক হলো না। কেন? এই প্রশ্নটি আপাতত হৃদয়ে রেখে দিন, আমরা অল্প পরেই আবার এর কাছে ফিরে আসব।

এবার আর-একটি দৃশ্য কল্পনা করুন, একটি পাত্রে পাশাপাশি একটি আলু ও একটি ডিম সিদ্ধ হচ্ছে। জল একই, আগুন একই, সিদ্ধ হওয়ার সময়ও একই, তবু আলুটি নরম হয়ে যায়, আর ডিমটি শক্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, বাইরের পরিস্থিতি

নয়, আমাদের অন্তরে যা আছে, সেটিই নির্ধারণ করে, কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের আরও উন্মুক্ত করবে, না আরও কঠিন ও রুদ্ধ করে তুলবে। এটি প্রতিভার প্রশ্ন নয়, এটি যোগ্যতারও প্রশ্ন নয়, এটি কেবল মাটির প্রশ্ন।

যে শব্দের পূর্ণ অনুবাদ নেই

পূর্ববর্তী বার্তাগুলিতে আমরা একসঙ্গে সেই সাতটি অন্তরায়ের কথা ভেবেছি, যেগুলি একজন সাধক এবং তাঁর প্রতীক্ষমাণ জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা দেখেছি,কামনা আমাদের বিভক্ত করে, জড়তা আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, সন্দেহ অন্তরকে ক্ষয় করে, অহংকার আমাদের নিজের মধ্যেই আবদ্ধ করে ফেলে, ঈর্ষা আমাদের বিকাশকে পঙ্গু করে দেয়, পূর্বধারণা হৃদয়ের জানালাগুলি বন্ধ করে দেয়, আর ভয় – যা এই সবগুলিরই জননী – অন্তর থেকেই জীবনের দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। "অযাপিত জীবন *(The Unlived Life)*" বার্তায় আমরা দেখেছিলাম, বিশ্বাস সেই চাবি, যা এই বন্ধ দরজাটি খুলে দেয়, কিন্তু দরজার ওপারে প্রথমেই কোনো গন্তব্য আমাদের অপেক্ষা করে না, আমাদের সামনে উপস্থিত হয় এক বিশেষ ধরনের ভূমি – একটি প্রস্তুত অন্তরভূমি। প্রাচীন ঋষিরা এই অন্তরভূমির নাম দিয়েছিলেন – শ্রদ্ধা।

ইংরেজিতে এর অনুবাদ করা হয় Faith বা বিশ্বাস, কিন্তু এই অনুবাদ সম্পূর্ণ নয়। কারণ, বিশ্বাসকে আমরা প্রায়ই এমন কিছু বলে মনে করি, যার সত্যতা প্রমাণ করা যায় না, তবু তাকে মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু শ্রদ্ধা তার চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত। শ্রদ্ধা হলো বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, আন্তরিকতা, দৃঢ়সংকল্প, আনুগত্য এবং অন্তরের অটল প্রত্যয়ের এক অপূর্ব সমন্বয় – এ যেন একটিমাত্র শিখা, যার মধ্যে এই সমস্ত গুণ একাকার হয়ে জ্বলতে থাকে। শ্রদ্ধা কেবল মনের দ্বারা কোনো মতবাদকে গ্রহণ করা নয়, এ হলো নিজের সমগ্র সত্তাকে হৃদয়ের সত্যের দিকে অভিমুখী করে দেওয়া, এমনকি তখনও, যখন বুদ্ধি এখনও সমস্ত প্রমাণ বিচার করে শেষ করেনি।

জ্ঞানীরা বলেন, শাস্ত্র এবং মাস্টারের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারে, যা অন্যথায় তার সাধ্যের অতীত বলে মনে হয়। কিন্তু এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, যা আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন, 'বিশ্বাস' বলতে এখানে কোনো মতবাদকে নিছক মেনে নেওয়াকে বোঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ হলো – যে সত্যকে আমরা কেবল শুনিনি, বরং নিজের অন্তরে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছি, সেই সত্যের সঙ্গে আমাদের চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি এবং সমগ্র সত্তাকে একাগ্রভাবে সমন্বিত করে নেওয়া।

অন্তর্জগতের মহামানচিত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি, সর্বোচ্চ আত্মোপলব্ধির পথে যে পাঁচটি গুণ সাধককে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যায়, তার মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন শ্রদ্ধা-কে, এই পাঁচটি গুণ হলো - শ্রদ্ধা (*Śraddhā*), বীর্য (*Vīrya* - সাধনায় প্রাণশক্তি ও উদ্যম), স্মৃতি (*Smrti* - অবিরাম স্মরণ ও সচেতনতা),সমাধি (*Samādhi* - সম্পূর্ণ নিমগ্নতা),প্রজ্ঞা (*Prajñā* - আত্মজ্ঞান বা প্রজ্ঞা)। এই ক্রমটি লক্ষ্য করুন: শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে উদ্যম, উদ্যম ধরে রাখে স্মরণকে, অবিচ্ছিন্ন স্মরণ ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয় সমাধিতে, আর সমাধি শেষ পর্যন্ত বিকশিত হয় প্রজ্ঞায়।এই সমগ্র সোপানের ভিত্তি কিন্তু প্রথম ধাপটিই – শ্রদ্ধা। যদি সেই প্রথম ভিত্তিটিই অনুপস্থিত থাকে, তবে পরবর্তী সমস্ত স্তর ভেঙে পড়ে, যেমন ভিত্তিহীন কোনো বহুতল ভবন কখনও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

ইংরেজিতে এর অনুবাদ করা হয় *Faith* বা বিশ্বাস, কিন্তু এই অনুবাদ সম্পূর্ণ নয়। কারণ, বিশ্বাসকে আমরা প্রায়ই এমন কিছু বলে মনে করি, যার সত্যতা প্রমাণ করা যায় না, তবু তাকে মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু শ্রদ্ধা তার চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত। শ্রদ্ধা হলো বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, আন্তরিকতা, দৃঢ়সংকল্প, আনুগত্য এবং অন্তরের অটল প্রত্যয়ের এক অপূর্ব সমন্বয় – এ যেন একটিমাত্র শিখা, যার মধ্যে এই সমস্ত গুণ একাকার হয়ে জ্বলতে থাকে।

যে আত্মবিশ্বাসের কথা আপনি হয়তো ভাবেননি

আমরা সাধারণত মনে করি, শ্রদ্ধা বলতে ঈশ্বরের প্রতি, গুরুর প্রতি এবং আমাদের সাধনার প্রতি বিশ্বাসকেই বোঝায়, নিঃসন্দেহে এর মধ্যে এই সবই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হয়তো জেনে আপনি বিস্মিত হবেন যে, শ্রদ্ধার যাত্রা শুরু হয় আরও কাছ থেকে, নিজের অন্তর থেকেই। নিজের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে প্রকৃত শ্রদ্ধাও জন্ম নেয় না। এই পথে চলার নিজের সামর্থ্যের উপর যদি আমাদের আস্থা না থাকে, তবে পথ যতই আলোকোজ্জ্বল হোক, সেই আলো আমাদের জীবনে কার্যকর হয়ে উঠতে পারে না। আমরা যদি নিজেরাই নিশ্চিত না হই যে সঠিক পথটি বেছে নিয়েছি, তবে মাস্টারের কৃপা যতই অবিরাম বর্ষিত হোক না কেন, আমাদের কাছে তা কখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে না। সন্দেহ বারবার ফিরে আসবে, অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য নয়, বরং নিজের গ্রহণ করার ক্ষমতার উপর বিশ্বাসের অভাবের জন্য।

একবার ভেবে দেখুন, এর তাৎপর্য কত গভীর। "দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ (*Building a Strong Foundation*)" বার্তায় সেই মহিলার কথা কি আপনার মনে আছে, যিনি এগারো বছর ধরে ধ্যান করার পরও প্রশ্ন করেছিলেন, "এ কি সত্যিই বাস্তব?" তাঁর সাধনায় কোনো ত্রুটি ছিল না, তাঁর জীবনের পরিবর্তন তাঁর চারপাশের মানুষ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তবুও তিনি নিজে তা বিশ্বাস করতে পারেননি। কেন? কারণ তাঁর সংশয় সাধনাকে নিয়ে ছিল না, সেটি ছিল তাঁর নিজের সম্পর্কে। তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে তাঁর মধ্যেও এমন গভীর রূপান্তর সম্ভব। তিনি যেন ফুটন্ত জলের সেই ডিমটির মতো ছিলেন, যা নরম হওয়ার পরিবর্তে আরও শক্ত হয়ে ওঠে, যে অভিজ্ঞতা তাঁর হৃদয়কে কোমল ও প্রসারিত করার কথা ছিল, সেই অভিজ্ঞতার চারপাশেই তিনি এক কঠিন আবরণ গড়ে তুলেছিলেন। যদি তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধা থাকত, তবে এই প্রশ্নটির উদয় হওয়ার বহু আগেই এর সমাধান হয়ে যেত কারণ শ্রদ্ধা সন্দেহের সঙ্গে তর্ক করে না। শ্রদ্ধা এমন এক দৃঢ় ভিত নির্মাণ করে, যেখানে সন্দেহ প্রবেশ করার মতো কোনো ফাটলই খুঁজে পায় না।

এখানেই শ্রদ্ধার সেই দিকটি প্রকাশিত হয়, যা আমাদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন: নিজের প্রতি বিশ্বাস আধ্যাত্মিক জীবনে ঠিক ততটাই অপরিহার্য, যতটা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সমর্পণ। এই দুইয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; বরং একই সত্যের দুটি ভিন্ন প্রকাশমাত্র। যখন আপনি নিজের উপর এমন আস্থা রাখেন যে সমস্ত কিছু ছেড়ে দিতে পারেন, সেই আস্থাই সমর্পণ। আর যখন আপনি পরমাত্মার উপর এমন আস্থা রাখেন যে বিশ্বাস করেন, "আমি তাঁর কৃপা লাভের অযোগ্য নই; তিনিও আমাকে গ্রহণ করবেন" – সেই আস্থাই আত্মবিশ্বাস। শ্রদ্ধা এই দুইকে একই সূত্রে গেঁথে রাখে।

এই মাটিতে কী জন্মায়?

একটি বীজ তার নিজের জন্য মাটি নির্বাচন করতে পারে না, সে যেখানে পড়ে, সেখানেই তার অঙ্কুরোদ্গমের চেষ্টা করে। কিন্তু একজন সাধক সেই অর্থে বীজের মতো নন, তিনি তাঁর অন্তরের মাটিকে প্রস্তুত করার স্বাধীনতা ও দায়িত্ব - দুটিই বহন করেন। আর তিনি তাঁর অন্তরকে যেমনভাবে প্রস্তুত করেন, তাঁর সমগ্র আধ্যাত্মিক যাত্রার পরিণতিও তেমনই হয়। যেখানে সত্যিকারের আত্মবিশ্বাস নেই, সেখানে সত্যিকারের প্রেমও বিকশিত হতে পারে না, সেখানে সমর্পণও পূর্ণতা লাভ করে না। কিন্তু যেখানে আত্মবিশ্বাস জীবন্ত, আন্তরিক ও অটল, সেখানে আত্মার অন্তর্নিহিত স্থাপত্য ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করে:

শ্রদ্ধা সেই উর্বর ভূমি, যেখানে প্রেমের প্রথম অঙ্কুর ফোটে।
প্রেম যখন তার যথার্থ অভিমুখ খুঁজে পায়, তখনই তার নাম হয় ভক্তি।
ভক্তি যখন ফলের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ ও দাবি ছেড়ে দেয়, তখন তা শরণাগতিতে পরিণত হয়।
আর শরণাগতি যখন নিজের অস্তিত্ববোধকেও বিসর্জন দেয়, তখন যে অবস্থা উদ্ভাসিত হয়, তারই নাম লয়াবস্থা।

শ্রদ্ধা সেই উর্বর ভূমি, যেখানে প্রেমের প্রথম অঙ্কুর ফোটে।
প্রেম যখন তার যথার্থ অভিমুখ খুঁজে পায়, তখনই তার নাম হয় ভক্তি।
ভক্তি যখন ফলের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ ও দাবি ছেড়ে দেয়, তখন তা শরণাগতিতে পরিণত হয়।
আর শরণাগতি যখন নিজের অস্তিত্ববোধকেও বিসর্জন দেয়, তখন যে অবস্থা উদ্ভাসিত হয়, তারই নাম লয়াবস্থা।

আসুন, এই ক্রমটিকে আবার ধীরে ধীরে হৃদয়ে অনুভব করি:

শ্রদ্ধা থেকে জন্ম নেয় প্রেম।
প্রেম থেকে প্রস্ফুটিত হয় ভক্তি।
ভক্তি আমাদের নিয়ে যায় শরণাগতির দিকে।
আর শরণাগতি পরিণতি লাভ করে লয়াবস্থায়।

এটি কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এটি জীবনেরই স্বাভাবিক বিকাশ। যেমন একটি কুঁড়ি ধীরে ধীরে ফুল হয়ে ওঠে, আর সেই ফুলই একসময় ফলে রূপান্তরিত হয়। আপনি কোনো কুঁড়িকে জোর করে ফলে পরিণত করতে পারবেন না, কিন্তু আপনি মাটিকে উর্বর করতে পারেন, আপনি তাকে জল দিতে পারেন, আপনি আগাছা সরিয়ে দিতে পারেন, তারপর সূর্যালোককে তার নিজের কাজ করতে দিতে পারেন। আধ্যাত্মিক জীবনও ঠিক তেমনই। আমাদের কাজ ফল সৃষ্টি করা নয়। আমাদের কাজ মাটিকে প্রস্তুত করা। বাকি কাজ প্রকৃতি নিজেই সম্পন্ন করে।

এবার আমি এমন একটি সত্যের কথা বলতে চাই, যা এই নতুন বার্তামালার সমগ্র আলোচনার ভিত্তি হয়ে থাকবে: যখন লয়াবস্থা ঘটে, তখনই প্রকৃত যাত্রার সূচনা হয়। এই বাক্যটির উপর কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করুন। প্রায় সমস্ত আধ্যাত্মিক পরম্পরা এবং অধিকাংশ সাধনপথ ঐক্য বা মিলনকেই চূড়ান্ত গন্তব্য বলে বর্ণনা করে। কিন্তু যাঁরা সত্যিই সেই শিখরে আরোহণ করেছেন, সেই মহামনীষীরা আমাদের আরও গভীর একটি সত্যের কথা জানান: তাঁদের অভিজ্ঞতা বলে, শিখর কোনো সমাপ্তি নয়,শিখর একটি দ্বার। আপনি এতদিন যে জীবনকে আপনার সাধনার লক্ষ্য বলে ভেবেছেন, সেটি আসলে সেই জীবনের প্রস্তুতি মাত্র, যা সেই দ্বারের ওপারে আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর সেই প্রস্তুতির সূচনা হয়,আপনার অন্তরের মাটির গুণমান দিয়ে।

না শিথিল, না অন্ধ

একটি নীরব উপদেশ আছে, যার মধ্যে বজ্রের মতো শক্তি নিহিত: শ্রদ্ধা কখনও শিথিল হতে পারে না। যদি আপনার শ্রদ্ধা নিছক উষ্ণতার আভাসমাত্র হয়, যদি তাতে প্রাণের উচ্ছ্বাস ও দৃঢ়তার অভাব থাকে, তবে নিজের জীবনের লক্ষ্যগুলিকে আবার নতুন করে পর্যালোচনা করুন, এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলুন। প্রকৃত শ্রদ্ধা সর্বদা প্রগাঢ়, সে দৃঢ়সংকল্পে উজ্জ্বল, তার দীপ্তি সেই প্রদীপের শিখার মতো, যাকে কোনো ঝড় নিভিয়ে দিতে পারে না,শিখাটি প্রবল বলেই নয় - তার কারণ, প্রদীপে তেলের অভাব নেই, তার উৎস গভীর।

শ্রদ্ধার ক্ষেত্রেও তাই। তার শক্তি বাহ্যিক আবেগের তীব্রতায় নয়, অন্তরের গভীরতায়। কিন্তু শ্রদ্ধা কখনও অন্ধ বিশ্বাস নয়,তার জন্ম হয় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে,এমন এক অন্তর-স্পর্শ থেকে, যা মানুষের সমগ্র সত্তাকে নীরবে রূপান্তরিত করে দেয়। এইখানেই বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা-র মধ্যে মৌলিক পার্থক্য,বিশ্বাস অনেক সময় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হতে পারে। আপনার পরিবার বিশ্বাস করে তাই আপনিও বিশ্বাস করলেন,আপনার সমাজ বিশ্বাস করে তাই আপনিও সেই বিশ্বাসকে গ্রহণ করলেন, কখনও কখনও প্রশ্ন করার চেয়ে বিশ্বাস করে চলাই

সহজ বলে মানুষ সেই পথ বেছে নেয়, কিন্তু শ্রদ্ধা এভাবে জন্মায় না, শ্রদ্ধা সর্বদা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত।যখন আপনি ধ্যানে বসেন, এবং নিঃসন্দেহে এমন এক উপস্থিতি অনুভব করেন, যে উপস্থিতি চিন্তার সৃষ্টি নয়, কল্পনারও নয়, স্মৃতির পুনরাবৃত্তিও নয়, বরং এক জীবন্ত সত্য – ঠিক তখন থেকেই আপনার অন্তরে শ্রদ্ধার ভিত্তি নির্মিত হতে শুরু করে। তখন আপনার নিজের হৃদয়ই হয়ে ওঠে সেই সত্যের সর্বপ্রথম সাক্ষী।

এই কারণেই হার্টফুলনেস – এ ধ্যান কেবল একটি পদ্ধতি নয়; এটি সেই অন্তর্লৌকিক পরীক্ষাগার, যেখানে শ্রদ্ধা জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে এবং পরিণতি লাভ করে। প্রতিটি ধ্যান, যা আমাদের অন্তরে সত্যের একটি নতুন জানালা খুলে দেয়, আমাদের পায়ের নীচের মাটিকে আরও দৃঢ় করে। ধীরে ধীরে সেই ভিত এতটাই মজবুত হয়ে ওঠে যে, সন্দেহ যখন আবার ফিরে আসে, আর সে তো আসবেই, তখন আর আমাদের অন্তরের গৃহ কেঁপে ওঠে না। এমন নয় যে আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মিলেছে; বরং আমরা এমন এক দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, যেখানে সন্দেহের কোনো প্রশ্নই আর আপনাকে বিচলিত করতে পারে না।

যে জীবন এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে

আজ, যখন আমরা পূজ্য চারিজী মহারাজের নিরানব্বইতম জন্মজয়ন্তী পালন করছি, তখন এই বার্তায় যা বলা হয়েছে, তার এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হিসেবে তাঁর জীবনকে স্মরণ করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র; শিল্প ও ব্যবসার জগতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ; তাঁর মন ছিল অনুসন্ধিৎসু, যুক্তিনিষ্ঠ এবং গভীর বিশ্লেষণে অভ্যস্ত, তবু যখন তিনি তাঁর মাস্টার-এর সান্নিধ্যে এলেন, তখন তিনি এমন এক শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, যা কখনও অন্ধ ছিল না কারণ সেই শ্রদ্ধা তিনি প্রতিদিন নিজের হৃদয়ের পরীক্ষাগারে যাচাই করেছেন।এটি কেবল শোনা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সেই শ্রদ্ধা কখনও শিথিলও হয়ে পড়েনি কারণ তা তাঁর সমগ্র জীবনকে

আলোকিত করেছিল। তাঁর হৃদয় ছিল এক সুপ্রস্তুত ক্ষেত্র। যখন প্রাণাহুতি সেই হৃদয়ে অবতীর্ণ হলো, তখন তার ফল কেবল তাঁর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, সেই ফসল পৃথিবীর নানা প্রান্তের অসংখ্য সাধকের জীবনকে পুষ্ট করেছে। আজও সেই সুধাধারা অবিরাম প্রবাহিত হচ্ছে; আজও আমরা তারই পুষ্টি লাভ করছি। চারিজী মহারাজ কখনও আমাদের তাঁর শ্রদ্ধাকে কেবল প্রশংসা করতে বলেননি, তিনি আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন নিজেদের অন্তরে সেই শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে তুলতে। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে, এমন একটি হৃদয়, যা সত্যকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত।

ধ্যানকক্ষের সেই দুই ব্যক্তি

এবার চলুন, আবার ফিরে যাই সেই দুই ব্যক্তির কাছে, যাঁদের দিয়ে আমরা এই আলোচনার সূচনা করেছিলাম। এখন আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ছিল? উত্তরটি একটিই - পার্থক্য ছিল মাটিতে। একজনের হৃদয় প্রস্তুত ছিল, সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিল না, সম্পূর্ণ পরিণতও ছিল না, কিন্তু সেখানে ছিল এক আন্তরিক প্রস্তুতি, ছিল এক নীরব প্রত্যয়, "হয়তো আজ সত্যিই কিছু ঘটবে।" ছিল গ্রহণ করার ক্ষমতার উপর এক সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস। এই প্রস্তুতি কোনো বিশেষ প্রতিভার ফল ছিল না, এটি সৌভাগ্যেরও ফল ছিল না, এটাই ছিল শ্রদ্ধা। যেমন ফুটন্ত জলে আলু ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসে, তেমনি প্রাণাহুতি-র স্পর্শে সেই হৃদয়ও আরও কোমল হয়ে উঠল। সে নিজেকে আরও উন্মুক্ত করল, যা তাকে প্রদান করা হচ্ছিল, তা গ্রহণ করার জন্য। আর এই গুণ কোনো বিশেষ মানুষের একচেটিয়া সম্পদ নয়। যে-ই আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের অন্তরকে প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হবে, তার মধ্যেই এই শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে বিকশিত হবে।

অন্য ব্যক্তির হৃদয়টি অনুর্বর ছিল না। এ কথা আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে - কোনো হৃদয়ই প্রকৃত অর্থে কখনও অনুর্বর নয়। তার হৃদয়টি কেবল তখনও প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি, হয়তো তা ছিল বিক্ষিপ্ত, হয়তো আত্মরক্ষার আবরণে আচ্ছন্ন

অথবা হয়তো অতীতের কোনো আঘাত বা হতাশার অবশিষ্ট ছায়া তার অন্তরে নীরবে ফিসফিস করে বলছিল, "খুব বেশি আশা কোরো না।" এই ফিসফিসানি কি আপনারও চেনা মনে হয়? এ সেই ভয়েরই শেষ প্রতিধ্বনি, যার অবসান ঘটানোর জন্য আমরা গত আটটি বার্তায় একসঙ্গে পথ চলেছি, আজও তার প্রতিষেধক একই, কোনো অসাধারণ সাধনা নয়, কোনো নাটকীয় পরিবর্তনও নয়, শুধু একটি ছোট, কিন্তু অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপ। আগামীকাল আবার ধ্যানে বসুন, আজকের তুলনায় হৃদয়টিকে সামান্য একটু বেশি উন্মুক্ত করে। আজকের তুলনায় তাকে সামান্য একটু কম আত্মরক্ষামূলক হতে দিন। এই সামান্য পরিবর্তনই যথেষ্ট। কারণ শ্রদ্ধা একদিনে পূর্ণতা লাভ করে না; সে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, যেমন ঋতুর পর ঋতু মাটি আরও উর্বর, আরও গভীর হয়ে ওঠে, একটি ধ্যানের পর আর-একটি ধ্যান, একটি নীরব আস্থার পর আর-একটি নীরব আস্থা, একটি আন্তরিক সমর্পণের পর আর-একটি আন্তরিক সমর্পণ। এভাবেই শ্রদ্ধা ক্রমে পরিণতি লাভ করে।

আমরা সকলেই যেন ছোট্ট শিশুর মতো, যুগের পর যুগ ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গভীর ভয় আমাদের অন্তরে বহন করে চলেছি। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আশ্বাসের। শ্রদ্ধা হলো সেই আশ্বাস, যা আত্মা নিজেকেই দেয়। সেই মুহূর্ত, যখন অন্তরের শিশুটি আর বাইরের কারও অনুমোদন বা নিশ্চয়তার অপেক্ষায় থাকে না, সে হঠাৎ উপলব্ধি করে,যে মাটির উপর সে এতদিন দাঁড়িয়ে ছিল, সেটি তো প্রথম থেকেই দৃঢ় ছিল। সেই ভিত্তি কখনও নড়েনি। সেটি সর্বদাই সেখানে ছিল, শুধু বিশ্বাসের অপেক্ষায়।

মাটিকে প্রস্তুত করুন, তখন আপনি আবিষ্কার করবেন - বীজটি প্রথম থেকেই জানে, তাকে কী হয়ে উঠতে হবে।

ভালোবাসা ও প্রার্থনাসহ,
কমলেশ

There's More Waiting For You

to go a little deeper

HEARTFULNESS APP

A Quiet Place to Start

Carry your practice with you — download the free app and connect with a personal trainer anytime.

Free Download. Daily practice. Trainer always Available.

Heartfulnessapp.org

MASTERCLASSES

Go Deeper at Home

Learn with Daaji relaxation, meditation, cleaning, and prayer through three freely offered video sessions.

Free Videos. Learn from Daaji. 3 Classes.

Heartfulness.org/global/masterclass

RETREAT

Time for Just You

Step away from the noise and into a peaceful weekend that quietly deepens everything.

Peaceful Setting. Deepen Practice. Weekend Stays.

Heartfulness.org/global/retreat

HEARTSPOTS

Find a Centre Near You

Your nearest meditation centre is closer than you think at no cost.

6000+ Centres. Heartful Community. Free to Visit.

Heartspots.heartfulness.org

Scan to download the free app, always there when you need it.
Start with a guided session, and let the practice find its own rhythm in you.
The journey inward begins with a single, still moment.

heartfulness
purity weaves destiny